গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১.০	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ) (তৃতীয় সংশোধিত)।
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট।
৫.০	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	:	৩৮১৬৯৩.৫১ লক্ষ টাকা। (জেডিসিএফ-৪০,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অবশিষ্ট অর্থ জিওবি)
৬.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	০১/০১/২০০৬ থেকে ৩০/০৬/২০১৭

৭.০ প্রকল্পের পটভূমিঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি প্রকল্প। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সঙ্গে রাজধানী ঢাকাকে সড়কপথে যোগাযোগ যুগোপযোগী, সহজতর, দ্রুত, যানজটমুক্ত, ও উন্নততর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা-চট্টগ্রামের সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততর, নিরাপদ, যানজটমুক্ত ও সহজতর হয় যা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা বহন করবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক এর কাঁচপুর (মুক্তসরণী) হতে দাউদকান্দি পর্যন্ত অংশে ১(এক) মিটার প্রশস্থ ডিভাইডারসহ চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে জিওবি ও জাপানী ঋন তহবিল (জেডিসিএফ) এর অর্থায়নে উক্ত জাতীয় মহাসড়কের অবশিষ্ট দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম ১৯২.৩০ কিলোমিটার অংশকে ৪-লেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ৩০/০১/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পে সড়ক নির্মাণে ১০টি প্যাকেজ ও সেতু নির্মাণে ৩টি প্যাকেজ তথা পূর্ত কাজে মোট ১৩টি প্যাকেজ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ১টি ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগে ১টি প্যাকেজসহ মোট ১৫টি প্যাকেজ রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কি.মি. বিদ্যমান ২-লেন সড়ককে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৩৮১৬.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুন/১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পের আওতায় ২৩টি সেতু, রেলওয়ে ওভারপাস এবং ২টি আন্ডারপাস নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ সড়ক পারাপারের স্বার্থে ৩৪টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ নির্মিত হয়েছে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

জাতীয় অর্থনীতির লাইফলাইন খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাওসড়ককে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর, আরামপ্রদ, নিরাপদ এবং যানজট মুক্ত করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)	পরিমাণ/সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয়
ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ	৩৭.৭৭ একর	৭৫০০.০০
প্রিলিমিনারিজ	থোক	১২৬১.৩২
ক্লিয়ারিং এন্ড গ্রাবিং	৬১০৭৫৮৬ ঘ.মি.	১২৯৬.৯৫
মাটির কাজ	১৩৪৬৫১০১ ঘ.মি.	২৬২৬৩.৬৫
সয়েল/এগ্রেগেইট পেভমেন্ট	২৪৯৬৬৪১ ঘ.মি.	৪৯৫০৩.৫৭
পেভমেন্ট(বিটুমিনাস ও রিজিড)	৫১৫৭৭৪ ঘ.মি.	৭৪৬২১.৩৯
রক্ষাপ্রদ কাজ	২০৫৪২৯ ব.মি.	১৯৮৬.৮১
ফুট ওভার ব্রিজ	৩৪ টি	২২৩৮.৫০
রোড ডিভাইডার	১৮৮৪৯ মি.	৮৬৮.৩৭
সাইন, সিগনাল, কি.মি. পোস্ট	৩১৩৫২ টি	১৭৩৮.৭০
রোড মার্কিং	১১৪৫২০ ব.মি.	১০৪০.১৯
ড্রেনেজ	২১৩৭৪৬ মি.	২৬৪৬.৫৯
ফুটপাত	৭২২১৫ ব.মি.	৪১৮৫.২৬
বাস-বে এবং বাস স্টপেজ	৬১ টি	৫১৫.২৬
ইন্টারসেকশন/ইন্টারচেইঞ্জ নির্মাণ	৬৪১ টি	৬৫৭১.৫৬
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১০৫০মি:	৬২০৫.৫৯
সেতু নির্মাণ	১০৬৭ মি.	১৩০২৩.০৪
ওভারপাস/ফ্লাইওভার নির্মাণ	৪৬৩ মি.	১৫৮৫৯.৯৯
আন্ডারপাস নির্মাণ	১৪ মি	১৫৮.৮৩
এপ্রোচ সড়ক	৮৪৫ মি.	১৩৭০.৬৯
সড়ক সংলগ্ন বনায়ন	২১৬৬১২৭ ব.মি:	১৬৬.৫৯
ধর্মীয় স্থাপনা ও স্কুল পুনঃস্থাপন	-	১২২৭.০০
জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (পুনঃনির্মাণ ও ওভারলে)	৩৭৫০৩.০০ মি.	৫৮৪৩.৭১
মিডিয়ান বৃক্ষরোপন	১৪৩৪০৩.০০ মি.	৯৭৯.৮৩

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, অর্থায়ন, প্রকল্পের পটভূমি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যালোচনা);

১০.২ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্চনীয়; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন);

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা বাঞ্চণীয়। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে);

১০.৭ ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারের পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১০.৮ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.০৯ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি, দুর্বলতা উত্তোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

১০.১০ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন;

১০.১১ প্রকল্পের বাস্তবায়নের আগে ও পরে এর বিভিন্ন রুটে ট্রাফিক ভলিউমের তুলনামূলক পর্যালোচনা;

১০.১২ প্রকল্পের সড়কসমূহে সাইন-সিগন্যাল পোস্ট এর ব্যবহার এবং ট্রাফিক সেবা এবং শৃংখলায় এগুলোর প্রভাব মূল্যায়ন;

১০.১৩ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ;

১০.১৪ স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ (Findings) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং

১০.১৫ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা; • সড়ক ও সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।